ক্ষুদ্‌দা ও কোলকাতার পুজো

- অনুপম গুপ্ত

গতবারে, মানে ২০০৯ সালে ক্ষুদ্‌দাদের আর জাপানে যাওয়া হল না। বৌদির কিন্তু মন খারাপ পুজোর সময়ে জাপানে না গিয়ে কোলকাতায় থাকার জন্য। বেশী দিন জাপান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে "আরিগাতোও গোযাইমাস্, গোমেন্নাসাই, কোম্‌বানওয়া" কথাগুলো ভুলেই যাবেন। পুজোর দিনে দুপুরের lunch-এ ব্যোমকেশদার রান্না খিচুরির স্বাদটাই তো fade out করে যাবে।

গড়িয়াহাটের দোকানগুলো দেখে রমলা বৌদি বলেন, "আমাদের Lazonaর দোকানগুলো কত্ত ভাল।" ক্ষুদ্‌দা মিন্‌মিন করে বলেন, "Lazona-র দোকানগুলো আবার আমাদের হল কবে থেকে ? Maruzen-এর বইয়ের দোকান আর কলেজ স্ট্রীটের বই-এর দোকান কি এক হল ?" অবশ্য রমলা বৌদি কি Maruzen-এ ঢুকেছিলেন ? ওখানে তো food counter বলে কিছু নেই, শুধু বই। বৌদির সঙ্গে বই-এর খুব একটা ভাল সম্পর্ক আজ পর্যন্ত তৈরী হল না। যারা বই লেখে তারা টাকা পায়, যারা বই বিক্রি করে তারাও টাকা পায়। মাঝখান থেকে এই বই কিনতে গিয়ে ক্ষুদ্‌দার টাকা খরচ হয়ে যায়, যার কোন সঠিক কারণ বৌদির মাথায় ঢোকে না।

সম্প্রতি রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ। ফলে পেঁয়াজের আকাল, মূল্য আকাশ-ছোঁয়া। বৌদির তাৎক্ষণিক ক্ষোভ উদ্‌গীরণ, "নাসিক থেকে পেঁয়াজ না আসতে পারে, কিন্তু নাগাসাকি থেকে তো আসতে পারে। নাসিকের পাশেই তো নাগাসাকি নামের মিল দেখলেই তো বোঝা যায়।" দাদা স্বগতোক্তি করলেন, "ভূগোলে যে গোল, বিয়ের আগে জানলে কি হত বলা যায় না।" এই তো গতবারে জাপানে থাকাকালীন তর্পণ করার সময় বৌদির বিস্ময় গঙ্গা এত বিশাল এবং পবিত্র নদী, অথচ জাপানে নাকি তার কোন শাখা নদী নেই।

কয়েক বছর পর পুজোর সময় কোলকাতায় আছেন বলে ক্ষুদ্‌দা রমলা বৌদিকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেড়িয়েছেন। বাবুবাগানের প্যান্ডেল সাঁওতাল বিদ্রোহের বীর সংগ্রামী "তিতুমিরের" বাঁশের কেল্লার আদলে তৈরি। দাদা বৌদিকে তিতুমিরের সংগ্রামের কথা বোঝাচ্ছিলেন। বৌদির প্রশ্ন, তিতুমির কি আমির (মানে আমির খান), মির কাশিম, মির-জা-ফরদের জ্ঞাতি ভাই ? মা সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে দাদা বললেন, "একটা প্রবাদ সকলেই জানে -- ইতিহাসে পাতিহাঁস, ভূগোলেতে গোল, কিন্তু পরের লাইনটা কেউ জানে না, রমলাকে নিয়ে আমি হচ্ছি পাগল।"

যোধপুর পার্কের পুজোর প্যান্ডেল বানানো হয়েছে রাজস্থানের "দিলওয়ারা টেম্পল"-এর অনুকরণে। ফল দর্শনার্থীদের ঠাকুর দেখতে হচ্ছে অনেক দূর থেকে। দাদা বললেন, "বেচারা কার্তিক ! অত দূর থেকে কি সুন্দরীদের ভালো করে দেখা যায় ?" বৌদির বক্তব্য কার্তিকের সমস্যা কার্তিকের মা বুঝবে, ক্ষুদ্‌দার মাথা না ঘামালেও চলবে। কিন্তু উনি যেন এই বয়সে বেশি "মেয়েছেলে" না দেখেন। পোশাকের যা ছিরি ! আর দর্জিদেরও বলিহারি, আর একটু বেশি কাপড় দিয়ে কি ব্লাউজ বানানো যায় না ? এতই যদি গরম লাগে, হাতপাখা নিয়ে ঠাকুর দেখলেই তো পারে !"

কলেজ স্কোয়ারের ঠাকুরের প্যান্ডেল রাজস্থানের "হাওয়া মহল" প্রাসাদকে নকল করে। বৌদির মনে হল যদি ঐ প্রাসাদের রানী হওয়া যেত, তাহলে বৌদিকে আর কোন কাজ করতে হত না, কত দাস-দাসী থাকত। দাদাকেও তো তাহলে মহারাণা হতে হত। অনেক দাস-দাসী যেমন থাকত, তেমনি অনেক সুন্দরী সুন্দরী রানী-ও থাকত। বৌদি তা মেনে নিতে পারবেন তো ?

কসবার বোসপুকুরের প্রতিমা আখের ছিবড়ে দিয়ে বানানো হয়েছে, কয়েক কুইন্টাল আখ থেকে ছিবড়ে নেওয়া হয়েছে। আহারে ! আখের রস কারা খেল কে জানে ! তবে কোলকাতার আশপাশে আর আখ নেই, এখন যেন কারোর জন্‌ডিস্ না হয়। বৌদির প্রশ্ন, কৈলাশে কি আখ চাষ হয় ? ওখানকার বাসিন্দা, মানে ঠাকুরদেবতাদের কি জন্‌ডিস্ হয় না ? যাক্ -- ওটা নিয়ে বৌদির মাথা না ঘামালেও চলবে। ওখানকার স্বাস্থ্য দপ্তর চিন্তা করবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের দেবতার নাম বৌদির জানা নেই। তাতে অবশ্য সমস্যা হওয়ার কথা নয়, কারণ আমাদের এখানেও কোন দপ্তরের মন্ত্রী যদি না থাকে তাহলে তো মুখ্যমন্ত্রীই দেখেন। ওখানেও হয়তো দেবী দুর্গাই দেখেন।

এখানে দুর্গা পুজোর সময় egg roll বা ফুচ্‌কার stall দেখে বৌদি খুব আনন্দিত। জাপানে কোন egg roll, ফুচ্‌কা, ঝালমুড়ির stall বৌদি দেখতে পান নি। এখানে রাজনৈতিক দলগুলির বই-এর stall দেখে দাদা ভাবেন এরা ঠাকুর মানে না, কিন্তু দুর্গাপুজার প্যান্ডেলের পাশে বই-এর stall বানিয়ে বই বিক্রি করার নামে আড্ডা দিতে এবং সুন্দরীদের দেখতে ভালই বাসেন। কার্তিক যেমন যুদ্ধ করার ভান করছেন, অথচ সুন্দরী মহিলাদের দেখতেই ব্যস্ত।

দশমীর বিসর্জনের দিনেও কি শান্তি আছে ? বাড়ির ঠাকুরগুলি ভাসান দেওয়া হয় অন্ধকার হওয়ার আগে। কিন্তু বারোয়ারি

পুজোর ঠাকুর তো আর দিনের আলো থাকতে বিসর্জন দেওয়া যায় না। আলো দিয়ে সাজিয়ে, কাপালিকদের মত কপালে সিঁদুর লাগিয়ে পেটে সিদ্ধির সরবতের বদলে রঙ্গীন তরল পদার্থ নিয়ে উদ্দাম নৃত্য করতে করতে ঠাকুর ভাসান দেওয়ার রীতি। ক্ষুদ্‌দার যৌবনকালের সেইসব উজ্জ্বল দিনগুলির কথা মনে পড়ে গিয়ে পা ও কোমর ঢাকের তালে তালে একটু যে দুলে ওঠে না তা নয়। তবে বৌদি বলে দিয়েছেন যে পরের দিন অর্থপেডিক সার্জেনের কাছে নিয়ে যেতে পারবেন না। আর দাদা এটা বুঝতে পারেন না ডাক্তারদের ঠিক এই সময়ে গোয়া, সিমলায় যাওয়ার কি আছে। তবে বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসানে যাবার পারমিশান নাকি আছে। যদিও ক্ষুদ্‌দা বলেন তার থেকে বাড়িতে বসে নিম-বেগুন খেতে খেতে উনিশের নামতা মুখস্ত করা অনেক ভাল।

ভাসানের পর্বটাও কিরকম গোলমেলে যেন। Tokyo-র মা দুর্গার ভাসান হয় packing box-এর মধ্যে। বৌদি অবশ্য কিছুতেই বুঝতে পারেন না মা দুর্গা packing box থেকে সপরিবার কৈলাশে যান কি করে ? আর যারাই বাক্স থেকে বেরিয়ে কৈলাশে যান না কেন, গণেশ আর লক্ষ্মী যে জাপানে আটকে আছেন সেটা Sony, Nikon, Asahi, Nomura, Toshiba, J.P. Morgan ইত্যাদি কোম্পানীগুলির বাড়বাড়ন্ত দেখলেই বোঝা যায়। তবে আজকাল আরেকটা রেওয়াজ চালু হয়েছে - গাছের নীচে প্রতিমা রেখে দেওয়া। দাদা বলেন, এটা অত্যন্ত অন্যায়, সারারাত প্রতিমারা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোদ, ঝড়, জল, হিমে কষ্ট পাবে আর আমাদের অর্থনীতি, ভারতীয় মুদ্রা strong হবে, sensex বাড়বে, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় swimming costume পরে Pacific-এর তীরে সপরিবার (মাঝে মাঝে বান্ধবী) নিশ্চিন্তে cold beer সহযোগে ছুটি কাটাবেন -- এটা তো হয় না। সেইজন্যই তো মা সরস্বতীর কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা বিলেত -আমেরিকায় যাচ্ছে Ph.D করতে। তবে বৌদির রাগ অন্য জায়গায়। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা ঠাকুরদের প্রথমেই মাথার চুল খসতে থাকে, পরে মুকুট। শেষে সাঙ্ঘাতিক দৃশ্য !

দুর্গাপুজো শেষ হল। এবারে বিজয়া করতে বৌদিকে তার বাপের বাড়িতে যেতে হবে। এখানকার local train-এ আর যেতে ইচ্ছে করে না। বৌদির ইচ্ছা এখানে যদি জাপানের মত shinkansen train চালু হত। দাদা বলেন, "রেলমন্ত্রী তো তোমাদের পরিচিত, তাঁকে বললেই তো হয়। তবে তার আগে shinkansen train কথাটার বানান ও উচ্চারণ ঠিক করে নিও। একটু লিখে দিতে বললে চশমা আনি নি বলে কি পার পাবে ? তোমার সঙ্গে একটু কথা বললেই মনে হবে সরস্বতী পুজোর সময়ে তোমার মা তোমার হাতে খড়ি ঠিক মতন দিয়ে উঠতে পারেন নি।"

দুর্গাপুজোর পুরো পর্বটাই আপাততঃ শেষ হয়ে গেল। শেয়ালদা স্টেশনে ঢাকিদের বাড়ি ফেরার মিছিল। ক্ষুদ্‌দার মনটাও চলে গেল কোন সুদূরে। পাড়ার পুজোর প্যান্ডেল বাঁধা হচ্ছে। ক্ষুদিরাম প্যান্ডেলের কাজ তদারকি করছে। কিন্তু প্যান্ডেলের দিকে যত না নজর, তার থেকে বেশী নজর নির্দ্দিষ্ট একটা বাড়ির জানালার দিকে। ষোড়শীর মোহময়ী মিষ্টি দর্শন ক্ষুদিরামের কর্মপ্রেরণা। প্রসাদ বিতরণের নামে উষ্ণ স্পর্শের জন্য ৩৬৫ দিনের অপেক্ষা। ধুনুচি নৃত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাওয়ার পরে ক্ষুদিরামের কি মনে হয় নি পুরস্কার প্রাপ্যের প্রেরণাদায়ীকে একটু ধন্যবাদ জানাতে ? বিসর্জনের পরে সেই জানালা বন্ধ। অতএব এখানে থাকার থেকে কলেজ হোস্টেলে থাকাই ভাল। বাবা হয়তো ভাবলেন পুজো শেষ হয়ে গেল বলে ছেলের মন খারাপ, অথবা কলেজের আসন্ন পরীক্ষার জন্য সুবোধ পুত্র চিন্তিত। এর থেকে বেশী না ভাবাই ভাল। হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। রমলা বৌদি বললেন, "কি গো! কি এত চিন্তা করছিলে ? ঢাকিরা তো তোমাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে।" এক ধাক্কায় দাদা রোমান্টিক অতীত থেকে নিরস বাস্তব বর্তমানে চলে এলেন। দাদা ভাবলেন, বাংলার কিশোর-কিশোরীরা কত ভাগ্যবান। জাপানের ছেলেমেয়েরা কাব্যিক প্রেমের উষ্ণ রোমান্স থেকে হয়তো বঞ্চিত। দুর্গোৎসবের রূপ, রস, আমেজের কথা ভাবলে আজও ক্ষুদ্‌দা পুলকিত। ❑